নতুন প্রশ্নকাঠামোয় পিইসি-জেএসসি

প্রাথমিকে এমসিকিউ বাদ অষ্টমে দুই পত্র একসঙ্গে

এম এইচ রবিন

০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ০৮:৫৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

প্রতীকী ছবি

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় এবার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বা এমসিকিউ বাদ দিয়ে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। তবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় যথারীতি এমসিকিউ থাকছে।

বিগত সময়ের পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণেই পদ্ধতিটি নিয়ে শিক্ষা প্রশাসনের এই নতুন ভাবনা। বিতর্ক হয় এমসিকিউ থাকবে, না বন্ধ করে দেওয়া হবে এর পক্ষে-বিপক্ষে।

You May Like

Sponsored Links by Taboola

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is addicted

Delta Wars

Choose a plane and play this Game for 1 Minute

Delta Wars

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (ন্যাপ) মহাপরিচালক মো. শাহ আলম আমাদের সময়কে জানান, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এমসিকিউ তুলে দিয়ে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন রেখে নতুন প্রশ্নপত্রের মান বণ্টন কাঠামো চূড়ান্ত। ওই অনুযায়ী আগামী নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর অবশ্য যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন ছিল ৮০ শতাংশ।

ন্যাপ থেকে প্রণীত পিইসি ২০১৮-এর বাংলা বিষয়ে প্রশ্নপত্রের নমুনাÑ পাঠ্যবই অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর, ৫টি শব্দের অর্থ লিখতে হবে, নম্বর ৫। ৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখনে নম্বর হবে ২+৪+৪ = ১০। পাঠ্যবইবহির্ভূত অনুচ্ছেদ পড়ে শব্দের অর্থ বুঝে ৫টি শূন্যস্থান পূরণ করায় ৫ নম্বর। ৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে, প্রতিটি ৩ করে ১৫ নম্বর। ক্রিয়াপদের অতীত,

বর্তমান, ভবিষ্যৎ রূপ লিখন ৫টি, নম্বর ৫। পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরিকরণে ৫ নম্বর। যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্য গঠন ৫টি, নম্বর ১০। বিরামচিহ্নের ব্যবহারে উত্তর লেখা ৫

নম্বর। ৫টি এক কথায় প্রকাশে ৫ নম্বর। ৫টি বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ লিখনে ৫ নম্বর। কবিতা বা ছড়া পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখনে ২+৫+৩ = ১০ নম্বর। ফরম পূরণ করা ৫ নম্বর। দরখাস্ত বা চিঠি লেখা ৫ নম্বর। ৪টি থেকে ২০০ শব্দে একটি রচনা লেখায় ১০ নম্বর। পূর্ণমান ১০০ নম্বর, পরীক্ষার সময় আড়াই ঘণ্টা।

নতুন প্রশ্ন কাঠামো প্রসঙ্গে কালীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিজামুল সিদ্দিক বলেন, ‘বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বাতিল হওয়ায় ভালো হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের প্রতি বেশি মনোযোগী হবে। একটি বিষয়ে বিস্তারিত লেখায় তারা বেশি শিখতেও পারবে।’

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় বিষয় কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলেও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বহাল রেখেছে। ওই অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের নতুন মান বণ্টন কঠামো চূড়ান্ত করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এনসিটিবির সচিব প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম জানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে (৫০+৫০) = ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে। একইভাবে নেওয়া হবে ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা। চতুর্থ বিষয়গুলো ধারাবাহিক মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ পদ্ধতি কার্যকর হবে আগামী নভেম্বর হতে যাওয়া জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায়। নতুনভাবে প্রশ্নপত্রের নম্বরও বণ্টন করা হয়েছে।

এনসিটিবি প্রণীত জেএসসির বাংলা বিষয়ে প্রশ্নপত্রের নম্বর বণ্টন হচ্ছেÑ সৃজনশীল অংশ ৪০ নম্বর, এর মধ্যে গদ্যাংশ ২০ ও কবিতাংশ ২০। দ্বিতীয় পত্র ৩০ নম্বর, এর মধ্যে সারমর্ম বা সারাংশ ৫ নম্বর, ভাবসম্প্রসারণ ৫ নম্বর, চিঠি বা আবেদনপত্র ৫ নম্বর, রচনা ১৫ নম্বর। বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ৩০ নম্বর, এর মধ্যে গদ্যাংশ ৮, কবিতাংশ ৮ এবং দ্বিতীয় পত্র থেকে ১৪ নম্বর। ইংরেজি বিষয়ে প্রশ্ন কাঠামোয় পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ থেকে ২০, পাঠ্যবইবহির্ভূত অনুচ্ছেদ ২৫, গ্র্যামার ২৫ নম্বর, ৩০ নম্বর (রচনা, ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ এবং চিঠি বা আবেদনপত্র)।

এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার চাপ কমেছে বলে মন্তব্য করে অভিভাবক তোফাজ্জল হায়দার বলেন, ‘জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এতদিন বাংলা ও ইংরেজির দুটি করে পত্রে ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হতো। এ বছর বাংলা ও ইংরেজিতে আর আলাদা পত্র থাকবে না।’ নতুন কাঠামোয় জেএসসিতে এখন ৮৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৬৫০ এবং জেডিসিতে ১১৫০-এর পরিবর্তে ৯৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।